টাকার মামলা পরিচালনার কৌশল

এবং

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২

২০১৫ সনের ২৫নং আইন দ্বারা সংশোধিত

[সর্বশেষ সিদ্ধান্তসহ]

বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া

নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। প্রারম্ভিক ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। দেওয়ানী কার্যবিধির আওতা ও প্রয়োগ ২১

২। দেওয়ানী এবং রাজস্ব আদালত ২১

৩। মোকদ্দমার স্তরসমূহ ২১

একটি মোকদ্দমার স্তরসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ ২২

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের দেওয়ানী আদালতসমূহের এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালীর বিবরণ

আপীল বিভাগ ২৩

হাইকোর্ট বিভাগ ২৪

জেলা ও দায়রা জজ আদালত ২৫

অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত ২৭

সাব-জজ ও সহকারী দায়রা জজ ২৭

সিনিয়র সহকারী জজ ও সহকারী জজ আদালত ২৮

গ্রাম্য আদালত ২৯

গ্রাম্য আদালত গঠনের জন্য আবেদন পত্র ২৯

গ্রাম্য আদালত, উহাদের গঠন ইত্যাদি ৩০

গ্রাম্য আদালতের এখতিয়ার ইত্যাদি ৩১

গ্রাম্য আদালতের ক্ষতিপূরণদানের রায় প্রদানের ক্ষমতা ৩১

গ্রাম্য আদালতের সিদ্ধান্তবলীল চূড়ান্ততা ৩২

গ্রাম্য আদালতের তফসিল : প্রথম ভাগ : ফৌজদারী মামলাসমূহ ৩৩

গ্রাম্য আদালতের তফসিল : দ্বিতীয় ভাগ : দেওয়ানী মোকদ্দমা ৩৪

২০। দলিল দাখিল, আটক রাখা, ফেরতদান এবং তলব ৪৫
২১। ছোলেনামা.. ৪৫
২২। মোকদ্দমা উঠাইয়া নেওয়া.. ৪৬
২৩। সাক্ষীর প্রতি সমন.. ৪৬
২৪। চূড়ান্ত শুনানির তারিখ ৪৬
২৫। চূড়ান্ত শুনানি.. ৪৬
২৬। যুক্তিতর্ক ৪৬
২৭। রায় ঘোষণা.. ৪৭
২৮। ডিক্রি ৪৭
২৯। ডিক্রি জারি.. ৪৭
৩০। রায় রিভিউকরণ ৪৭
৩১। আপীল... ৪৮
৩২। দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারা... ৪৮
৩৩। দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫২ ধারার ক্ষমতা.................................. ৪৮
৩৪। কায়েম মোকাম ও পক্ষভুক্ত... ৪৮
৩৫। এবেটমেন্ট ৪৮
৩৬। নিষেধাজ্ঞা... ৪৯

পঞ্চম অধ্যায়
দেওয়ানী মোকদ্দমার শ্রেণীবিভাগ

১। স্বত্ব মোকদ্দমা (Title Suit) ৫০
২। টাকা পাওয়ার মোকদ্দমা (money suit)...................................... ৫২
৩। বিবিধ মোকদ্দমা (Misc-Case).. ৫২
৪। ডিক্রি জারির মোকদ্দমা (Execution case)................................. ৫৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
দেওয়ানী আদালতসমূহ এখতিয়ার

দেওয়ানী প্রকৃতির মোকদ্দমা.. ৫৫
প্রত্যক্ষভাবে বারিত মোকদ্দমা ৫৬

পরোক্ষভাবে বারিত মোকদ্দমা ৫৭
দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়েরের কারণ ৫৭
দেওয়ানী মামলা রুজুকরণ ৫৮
দেওয়ানী মামলা দায়ের ৫৮

সপ্তম অধ্যায়

আরজি জবাবের সাধারণ নিয়ম

প্লিডিং বা আরজি জবাব ৬০
প্লিডিং বা আরজি জবাবে কি কি বিষয় থাকা আবশ্যক ৬১
প্লিডিং বা আরজি জবাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিহার করা বাঞ্ছনীয় ৬২
ঘটনার দাবিসমূহ সুনিশ্চিতভাবে বর্ণনা করিতে হইবে............................ ৬৩
প্লিডিং-এ এবং প্লিডিং-এর সত্যপাঠে স্বাক্ষর............................ ৬৩
বিকল্প এবং পরিবর্তনশীল প্লিডিং বা আরজি জবাব ৬৪
প্লিডিং বা আরজি বাব সংশোধন (Amendment of Pleadings).......... ৬৫
আরজি দাখিল, পরীক্ষা ও গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয় ৬৬
আরজি নাকচ (রিজেকশান) ৬৮
মামলা পুনঃ দাখিলের অনুমতিতে তুলিয়া লওয়া ৬৯
মোকদ্দমা না চালানোর হেতুতে ডিসমিস.. ৭০

অষ্টম অধ্যায়

আরজি

ক. আরজির শিরোনাম ও নাম পত্র ৭২
খ. আরজির কাঠামো (Body of the plaint).. ৭২
আরজির বিষয়বস্তুর অংশ (Substaintial Portion) ৭৩
ক. মানি বা টাকার মোকদ্দমা ৭৪
খ. স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ৭৪
গ. প্রতিনিধিত্বকর মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ৭৫
গ. মোকদ্দমার দাবির প্রতিকার (Relief Claimed) ৭৬

নবম অধ্যায়
সমন জারি বিষয়ক নিয়মাবলী

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনে সমন জারি [৫ আদেশ ২০ নিয়ম] ৭৮
বিদেশে সমনজারির নিয়ম ৭৬
আদালতের এলাকার বাহিরে সমন জারির নিময় ৭৯
কয়েদীর উপর সমন জারি ৭৯
চাকুরীজীবি বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমন জারি ৭৯
নাবালক বা বিকৃতমস্তিস্কের উপর সমন জারি ৭৯
সমনজারির বিভিন্ন পদ্ধতি ৮১
নেজারত শাখা ৮১
নাজিরের দায়িত্ব ৮১
পরওয়ানা জারি-সংক্রান্ত নাজিরের কর্তব্য ৮২

দশম অধ্যায়
লিখিত জবাব

১. আকারগত অংশ ৮৪
২. প্রকৃত অংশ (Substantial portion) ৮৪
লিখিত জবাবের উদ্দেশ্যে ৮৫
ঢিলে প্লী (Dialtory pleas) ৮৭
লিখিত জবাব প্রস্তুতের নিয়মাবলী ৮৭
সেট অব (set off) ৮৯
পরস্পর দাবি পরিশোধ বিষয়ে মোকদ্দমা ৮৯
Set off-এর শর্তাবলী ৮৯
1. Legal set of ৯০
2. Equitable set off ৯০
আরজি ও লিখিত জবাব কর্তন ৯২
আরজি ও লিখিত জবাব সংশোধন ৯৩

একাদশ অধ্যায়
প্রাথমিক শুনানি

মোকদ্দমার মূল্যমানের নিম্নতম বা ঊর্ধ্বতম ৯৪

দ্বাদশ অধ্যায়
অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা

(ক) অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমার ধারাবাহিক স্তর ৯৫
(খ) নিষেধাজ্ঞার শ্রেণীবিভাগ ৯৬
১. আদেশমূলক নিষেধাজ্ঞা.. ৯৬
২. নিষেধমূলক নিষেধাজ্ঞা.. ৯৭
স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Permanent Injunction) ৯৭
অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Temporary Injunction) ৯৭
অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা (Adinterim Injunction)............................ ৯৭
স্থিতাবস্থা (Statusquo) ৯৮
অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদানের পূর্বশর্ত ৯৮
১. দরখাস্ত.. ৯৮
২. কারণ দর্শানোর নোটিস.. ৯৮
৩. আপাতদৃষ্টিতে ভাল মোকদ্দমা ৯৮
৪. অপূরণীয় ক্ষতি ৯৯
৫. সুবিধা ও অসুবিধার সামঞ্জস্য ৯৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়
মামলার পক্ষ

পক্ষের অপসংযোগ (Misjoinder of parties) ১০২
পক্ষাভাব (Non-joinder or parties)... ১০২
নালিশের কারণ অপসংযোগ ১০২
বিবাদী ও নালিশের কারণ সম্পর্কিত অপসংযোগ ১০৩
সাব-জুডিস... ১০৪
রেস-জুডিকেটা ১০৫

রেস-জুডিকাটার সংজ্ঞা ১০৫
কতিপয় প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ১০৬
মামলা স্থগিতকরণ ১০৯
দলিল ও কাগজাদি দাখিল ও চিহ্নিতকরণ করিবার পদ্ধতি ১১১
বেসরকারী বা ব্যক্তিগত দলিল ১১২
দলিল দাখিল ১১৪
কাগজপত্র দাখিল ও গ্রহণ ১১৫
পরীক্ষাকরণ ১১৫
বাক্সে দাখিল ১১৬
কাগজপত্র প্রদর্শন (একজিবিট) চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি ১১৬
মামলায় ওয়ারিশদের কায়েম মোকাম অথবা মামলা এবেটমেন্ট ১১৭
এবেটমেন্ট বাতিলকরণ ১১৮
মামলা খারিজ, ডিসমিস বা একতরফা ডিক্রি ১২০

দ্বাদশ অধ্যায়

একতরফা ডিক্রি সম্পর্কে

ছানী মোকদ্দমা ১২২
১.৯ আদেশের ৪ নিয়মে ছানী ১২২
২.৯ আদেশের ৯ নিয়মে ছানী ১২৩
৩.৯ আদেশের ১৩ নিয়মে ছানী ১২৪

সপ্তদশ অধ্যায়

অপ্রাপ্তবয়স্কের মামলা

অপ্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে আপোস ১২৭
নিঃস্ব ব্যক্তির মামলা ১২৭
বিষয়টি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা ১২৭
নিঃস্বের মামলার পদ্ধতি ১২৮
নিঃস্বের আপীল ১২৯
নিঃস্বের আবেদন অগ্রাহ্য হইবার কারণ ১২৯
নিঃস্বের আবেদনের শুনানির পদ্ধতি ১৩০

অষ্টাদশ অধ্যায়

ছোলেনামা বা মামলার আপোস-নিষ্পত্তি

দেওয়ানী মামলা স্থানান্তর ১৩৩
অগ্রিম ক্রোক ১৩৫
১. অগ্রিম ক্রোকে লিখিত আপত্তি ১৩৬
২. অগ্রিম ক্রোকে জামিন ১৩৭
তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তির বিষয় ১৩৭
খ. তত্ত্বাবধায়কের কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব ১৩৯

উনিশ অধ্যায়

বিচার্য বিষয় প্রণয়ণ

১. তথ্যগত বিচার্য বিষয় (of facts) ১৪১
২. আইনগত বিচার্যবিষয় (of Law) ১৪২
বিচার্যবিষয় পুনঃ নির্ধারণ বা ইস্যু রিকাষ্ট ১৪৪
দলিল তলব ১৪৪
দলিলাত তদন্ত ১৪৫
এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ১৪৬
ডিসকভারী, ইনসপেকশন এবং এডমিশন ১৪৬
অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন শুনানি ১৪৭
কাগজ-পত্র ইমপাউন্ডকরণ ১৪৯

বিশ অধ্যায়

আমিন নিযুক্তির বিষয় ও পরবর্তী কার্যক্রম

আমি নিযুক্তীয় ও তদন্ত দরখাস্ত (Local Investigation) ১৫০
১. পরবর্তী তদবির ১৫০
২. পরিমাপ কার্য (দেঃ কাঃ বিধি আইনের ২৬ আদেশ) ১৫১
৪. তদন্ত কার্য Local Inspection ১৫২

ডিক্রী জারি স্থগিত করিবার ব্যাপারে আপীল আদালতের ক্ষমতা ১৭৭
আপীল আদালতে অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিলকরণ ১৭৮
আপীল আদালত কর্তৃক মোকদ্দমা রিমাণ্ডে পাঠান ১৭৯

তেইশ অধ্যায়

মোকদ্দমা ও দরখাস্ত দাখিল সম্পর্কিত তামাদি ও মেয়াদ

আদালতে টাকা দাখিল ও টাকা উত্তোলনের নিয়মাবলী.......................... ১৮৬
সহিমোহরী নকল তোলার নিয়ম-কানুন.. ১৯০

চব্বিশ অধ্যায়

আদালতের অন্তর্নিহিত বা সহজাত ক্ষমতা

অন্তর্নিহিত বা সহজাত ক্ষমতা কি?.. ১৯২
কোন কোন ক্ষেত্রে আদালত অন্তর্নিহিত বা সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ১৯২
রায়, ডিক্রি ও আদেশে সাধারণ ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা ১৯৫

পঁচিশ অধ্যায়

আদেশ লংঘনের মামলায় ধারাবাহিক স্তর

১। দরখাস্ত পেশ ১৯৬
২। বিপক্ষের প্রতি নোটিস ১৯৬
৩। হাজিরা ও আপত্তি ১৯৬
৪। চূড়ান্ত শুনানি ১৯৬
৫। যুক্তিতর্ক শুনানি ১৯৬
৬। রায় প্রদান ১৯৬
৭। কারাগারে প্রেরণ ১৯৬
৮। গ্রেফতারকৃতদের আদালতে হাজিরকরণ ১৯৭
৯। কারাগারে প্রেরণের পরোয়ানা.. ১৯৭
তলবানার প্রচলিত নিয়ম ১৯৭

দরখাস্তের নিমিত্তে মাশুল ১৯৮
পুনঃবিচারে (আপীল) মাশুল ১৯৯
মোকদ্দমার তারিখ জানা ২০০
ডায়রী ২০১

সাতাইশ অধ্যায়

দেওয়ানী মোকদ্দমার নথি ও ফাইলের শ্রেণীবিভাগ

১। প্রথম শ্রেণীর নথি ২০২
২। দ্বিতীয় শ্রেণীর নথি ২০২
৩। তৃতীয় শ্রেণীর নথি ২০৩
৪। চতুর্থ শ্রেণীর নথি ২০৪
৫। পঞ্চম শ্রেণীর নথি ২০৪
ফাইলের শ্রেণীবিভাগ ২০৪

আঠাশ অধ্যায়

রেফারেন্স, রিভিউ, রিভিশন ও মিস আপীল

রেফারেন্স/পুনর্বিবেচনা/রিভিশন/মিস আপীল ২০৮

উনত্রিশ অধ্যায়

টাকার মামলার আরজি ও জবাবের মুসাবিদা

১। টাকার মামলার আরজির মুসাবিদার নির্দেশনা ২০৯
২। টাকার মামলার আরজির মুসাবিদা ২০৯
৩। ঐ টাকার মামলার আরজির জবাব ২১০
৪। Suit on a Simple Money Bond ২১১
৫। Written Statement in the Above Suit ২১২
৬। Plaint for Money suit recovery of Money ২১২
৭। টাকা আদায়ের (Money Suit) মোকদ্দমার আর্জি ২১৭
৮। আদায়ের মোকদ্দমার আর্জি ২২৪
৯। মানী মোকদ্দমায় বিবাদীপক্ষের লিখিত জবাব ২২৯

১০। মানী মোকদ্দমার আর্জি ২৩২

১১। মানী মোকদ্দমার ১নং বিবাদীপক্ষের লিখিত জবাব ২৩৭

১২। মানী ডিক্রীজারী মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৬ আদেশ ১৭ নিয়ম মোতাবেক দরখাস্ত ২৪৩

১৩। দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৩৮ আদেশ ৫ নিয়মসহ ১৫১ ধারার অধীনে রায়ের পূর্বে সম্পত্তি ক্রোকের দরখাস্ত ২৪৪

দ্বিতীয় খণ্ড

অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মামলা ২৪৭

অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ (দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারা) ২৪৭

ন্যস্ত বিশ্বাসভঙ্গ ২৪৮

ন্যস্ত বিশ্বাস স্থাপন ২৪৯

বিশ্বাসভঙ্গ ২৪৯

৪০৬ ধারা : অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি (দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা) ২৫২

অপরাধজনক সম্পত্তি তসরূপের এবং অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মধ্যে পার্থক্য ২৫২

স্পষ্ট এবং স্বীকৃত ব্যবসায়িক লেনদেন প্রতারণা নয় ২৬৮

কোম্পানির পরিচালক বা সহ-অংশীদারের বিরুদ্ধে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ বা প্রতারণা নয় ২৭০

অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ/প্রতারণা ঘটেনি এমন কতিপয় মামলা ২৭১

ঋণের অর্থ ফেরত না দিলে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ/প্রতারণা নয় ২৭৩

৪০৭ ধারা : বাহক ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ২৭৭

৪০৮ ধারা : কেরানী বা চাকর কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণ (দণ্ডবিধির ৪০৮) ২৭৮

৪০৯ ধারা : সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার, বণিক অথবা প্রতিনিধি কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণ ২৮০

প্রতারণা ২৯৫

৪১৬ ধারা : অপরের রূপ ধারণা-পূর্বক প্রতারণা ২৯৭

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। প্রারম্ভিক

বিচার অঙ্গণে যে মামলাগুলি হয়, তার মধ্যে টাকার মামলা অন্যতম। প্রকৃতি অনুসারে দেওয়ানী মোকদ্দমাকে ৪ (চার) শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা স্বত্ব মোকদ্দমা, টাকা পাওয়ার মোকদ্দমা, বিবিধ মোকদ্দমা ও ডিক্রিজারি মোকদ্দমা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ক' একজন ব্যাংক ম্যানেজার 'খ' 'ক' এর ব্যাংক হইতে ৫০,০০০/- ঋণ গ্রহণ করিল। বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও 'ক' নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করায়, 'ক' 'খ' ঋণ পরিশোধে বাধ্য করিবার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করিল।

এই টাকার মামলা দায়ের করিতে হইলে কোন আদালতে এই ধরণের মামলা করিতে হইবে জানিতে হইবে। মামলার আরজি ও জবাব লিখিতে উহা জানিতে হইবে। মামলার ধারাবাহিক স্তর সম্পর্কে ধারণা থাকতে হইবে। সমন জারির নিয়ম-কানুনগুলি জানিতে হইবে। মামলা কি ধরণের দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে এবং সাক্ষী কিভাবে দিতে হইবে এ সম্পর্কে ধারণা থাকিতে হইবে। প্রয়োজনে রিভিশন ও মিস আপীল করিতে হয়, সে সম্পর্কেও ধারণা থাকিতে হইবে রায়ের পর আপীল করারও প্রশ্নে আসে সে সম্পর্কেও ধারণা থাকিতে হইবে। মোটকথা, একটি টাকার মামলা আরজি ফাইল হইতে শুরু করিয়া মামলা চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মামলা পরিচালনার জন্য যা কিছু দরকার তাহার সবকিছুই এই টাকার মামলা পরিচালনার বইখানিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, এইভাবে বইগুলিতে টাকার মামলা পরিচালনার একটি পূর্ণাঙ্গস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। আশাকরি বইখানি টাকা মামলা পরিচালনাসহ যেকোনো মামলা পরিচালনার সহায়ক হইবে।

বইখানিতে দেওয়ানী আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য যে সমস্ত নিয়ম-কানুন জানা প্রয়োজন তাহা সুন্দরভাবে সাজাইয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিচারক ও আইনজীবিগণ যাহাতে ন্যায়বিচার সুষ্টভাবে এবং দ্রুত সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন সেই লক্ষে বইখানিকে আমি আমার দীর্ঘ বিচারিক জীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়া তুলিযা ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। দেওয়ানী কার্যবিধির আওতা ও প্রয়োগ

মোকদ্দমা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা : (১) দেওয়ানী প্রকৃতির মোকদ্দমা এবং (২) যাহা দেওয়ানী প্রকৃতির মোকদ্দমা নহে। একটি দেওয়ানী আদালতের শুধু দেওয়ানী ধরনের মোকদ্দমা বিচারের এখতিয়ার রহিয়াছে। একটি মোকদ্দমা তখনই দেওয়ানী প্রকৃতির হয়, যখন অধিকার সম্পত্তি বা কোন পদের সহিত তাহা জড়িত হয়। দেওয়ানী কার্যবিধি হইতেছে কার্যধারা-সংক্রান্ত সাধারণ আইন এবং তাহা দেওয়ানী এখতিয়ারসম্পন্ন সকল আদালত এবং সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার ব্যাপারে প্রযোজ্য; কিন্তু যেখানে বিশেষ কার্যধারা সম্বলিত বিশেষ বা স্থানীয় আইন রহিয়াছে সেখানে শেষোক্তটি কার্যকর হইবে। সংঘটিত হইতে পারে এমন সকল অসুবিধার বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধিতে সুস্পষ্ট বিধান করিতে হয়। রাষ্ট্রের কাজ বা সরকারি নীতির ব্যাপারে মোকদ্দমা গ্রহণের কোন এখতিয়ার দেওয়ানী আদালতের নাই।

২। দেওয়ানী এবং রাজস্ব আদালত

দেওয়ানী আদালতসমূহের তেমন মোকদ্দমাসমূহের বিচারের এখতিয়ার রহিয়াছে যাহা দেওয়ানী প্রকৃতির। অপরদিকে রাজস্ব আদালতসমূহ শুধুমাত্র খাজনা, রাজস্ব বা কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমির লাভ ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যধারা বা মোকদ্দমা। যেকোনো মোকদ্দমা যেকোনো স্থানীয় আইন অনুসারে বিচারের এখতিয়ার রহিয়াছে। রাজস্ব আদালতসমূহ শুধুমাত্র তেমন বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত– যে ব্যাপারে তেমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিতে কোন বিধান নাই। তবে শর্ত হইতেছে যে, সরকারকে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সেইগুলিকে প্রয়োগযোগ্য করিতে হইবে।

৩। মোকদ্দমার স্তরসমূহ

শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একটা মোকদ্দমার দশটা স্তর রহিয়াছে; যেমন–

১। প্রথম হইতেছে বিবাদের কারণ।

২। দ্বিতীয় স্তর হইতেছে কে কাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবে।

৩। তৃতীয় স্তর হইতেছে, আদালত যথাযথ ও বৈধ পদ্ধতিতে কিভাবে দাবি পেশ করিতে পারিবে এবং যে দাবির বিরোধিতা করিবে তাহার জবাব কি হইতে পারে।

৪। চতুর্থ স্তর হইতেছে, মোকদ্দমার স্থান নিরূপণ এবং কিভাবে মোকদ্দমা রুজু করিতে হইবে।

৫। পঞ্চম স্তর হইতেছে, মোকদ্দমার জন্যে এখতিয়ারসম্পন্ন যথাযথ আদালত নিরূপণ।

৬। ষষ্ঠ অধ্যায় হইতেছে, সমন জারি এবং পক্ষসমূহের হাজিরা।

৭। সপ্তম স্তর হইতেছে, পক্ষসমূহের হাজিরা এবং স্ব স্ব দাবি পেশ করিবার পর আদালত কর্তৃক বিচার্য বিষয় নিরূপণ।

৮। অষ্টম স্তর হইতেছে সাক্ষ্য গ্রহণ।

৯। নবম স্তর হইতেছে, আদালত কর্তৃক মোকদ্দমার রায় ও ডিক্রি প্রদান।

১০। দশম স্তর হইতেছে, ডিক্রি নির্বাহকরণ।

একটি মোকদ্দমার স্তরসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১। বিবাদের কারণ (Plaint)

২। মোকদ্দমার পক্ষসমূহ (Party in the suit)

৩। প্লিডিং (আরজি এবং জারি বিবৃতি) (Pleadings)

৪। মোকদ্দমার স্থান ও মোকদ্দমা রুজু (Place of suit & institution of suit)

৫। এখতিয়ার (Jurisdiction)

৬। পরওয়ানা জারি এবং পক্ষসমূহের হাজিরা (Summons & appearance of the Party)

৭। বিচার্য বিষয় (Subject matter of judgment)

৮। সাক্ষ্য (Cross examination)

৯। রায় ও ডিক্রি (Judgment & Decree) ও

১০। ডিক্রি নির্বাহ (Execution)।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের দেওয়ানী আদালতসমূহের এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালীর বিবরণ

দেওয়ানী আদালতে মামলা পরিচালনার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য বাংলাদেশের দেওয়ানী প্রকৃতির আদালতসমূহের এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালী জানা একান্ত দরকার। তাই মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট হইতে গ্রাম্য আদালত পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সমস্ত দেওয়ানী প্রকৃতির আদালত রহিয়াছে, উক্ত আদালতসমূহের এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালী ভিন্ন ভিন্নভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকে, অনুরূপভাবে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত হইতেছে সুপ্রীম কোর্ট। এই আদালতের দুইটি বিভাগ রহিয়াছে। যথা : (ক) আপীল বিভাগ (Appellate Division) এবং (খ) হাইকোর্ট বিভাগ (High Court Division)।

আপীল বিভাগ

আমাদের দেশের আপীল বিভাগ প্রধান বিচারপতিসহ সর্বাধিক প্রবীণ বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান বিচারপতি এই বিভাগে সভাপতিত্ব করেন।

আপীল বিভাগ প্রধানতঃ হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। আপীল দায়েরের কোন উপযুক্ত কারণ পরিলক্ষিত না হইলে আপীলের আবেদন সরাসরি নাকচ করা হয়। আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ এই সিদ্ধান্ত পালন করিতে বাধ্য। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে এই বিভাগ অধঃস্তন আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারেন। মহামান্য প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের বিচারপতিগণের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধায়ক। প্রধান বিচারপতি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, মহাহিসাবরক্ষক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ গ্রহণ করান। রাষ্ট্রপতি কোন বিষয়ে আপীল বিভাগের নিকট আইনগত পরামর্শ চাহিতে পারেন। আপীল বিভাগ

সরাসরি হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন দায়ের করা হয়। অধঃস্তন আদালতসমূহের তত্ত্বাবধায়ক এবং নিয়ন্ত্রণ এই বিভাগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি হাইকোর্ট বিভাগ বা অধঃস্তন কোন আদালতের প্রতি কোন অবমাননা প্রদর্শন করে, তবে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তপূর্বক শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ও আইনের ব্যাখ্যা অধঃস্তন সকল আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক।

জেলা ও দায়রা জজ আদালত

হাইকোর্ট বিভাগের পর জেলা ও দায়রা জজের স্থান। ইহা জেলার সর্বোচ্চ আদালত, এই আদালত যখন দেওয়ানী মামলায় বিচার করেন তখন ইহাকে জেলা জজ আদালত এবং যখন দেওয়ানী মামলায় বিচার করেন তখন ইহাকে জেলা জজ আদালত এবং যখন ফৌজদারী মামলায় বিচার করেন তখন ইহাকে দায়রা আদালত বলা হয়। এই আদালত সরাসরি কোন দেওয়ানী মামলার বিচার করেন না। সহকারী জজ আদালতের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে এবং সাব জজ আদালতের ১,৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের দেওয়ানী মামলায় রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা যায়। এই আদালত সরাসরি আপীল নিষ্পত্তি করিতে পারেন বা উহা নিষ্পত্তির জন্য আইনানুগতভাবে অতিরিক্ত জেলা জজ বা সাব-জজের নিকট নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন।

সাকসেশন সার্টিফিকেট, লেটার অব এডমিনিস্ট্রেশন ইত্যাদি জেলা জজ ইস্যু করিতে পারেন।

অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বিচারের জন্য দায়রা জজের আদি অধিক্ষেত্র রহিয়াছে। এই আদালত অপরাধ-সংক্রান্ত মোকদ্দমা সরাসরি বিচার করিতে পারেন। অপরাধ-সংক্রান্ত যাবতীয় মোকদ্দমা প্রথমে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে বা মহানগর এলাকায় চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দায়ের করিতে হয়। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নিজের বিচারযোগ্য এবং তাহার অধঃস্তন ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারযোগ্য মোকদ্দমাগুলি নিজের আদালতে রাখেন এবং দায়রা জজের বিচারযোগ্য মোকদ্দমাগুলি দায়রা জজ আদালতে প্রেরণ করেন। দায়রা জজ অপরাধ-সংক্রান্ত মোকদ্দমা বিচারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারক। তিনি সর্বোচ্চ শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিতে পারেন। জেলা